সমকাল

20 JAN 2017

স্কুলে পাঠ্য তালিকায় গাইড বই

মুক্তাগাছা

■ **মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি**

অখ্যাত কিছু প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই (গাইড বই) পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, বিদ্যালয় প্রধানরা প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসব বই পাঠ্য করেছেন। আর বিনামূল্যে শিক্ষা বোর্ড প্রণীত বই পাওয়ার পর চড়া মূল্যে এসব বইও কিনতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এ নিয়ে অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মুক্তাগাছা উপজেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪৩টি। ২০১৭ সালের শুরুতেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যের সরকারি পাঠ্যবই। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে সব ধরনের গ্রামার বই। এর পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সরকারি পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন কয়েকটি অখ্যাত প্রকাশনার বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই। তারা জননী পাবলিকেশন্স ও আদিল বাদার্স প্রকাশনীর কাছ থেকে নগদ টাকার বিনিময়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির পাঠ্য তালিকায় বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই পাঠ্য করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শহরের এনএন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নবারুণ বিদ্যানিকেতন আদিল বাদার্সের গ্রামার বই আর আর কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয় ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় পাঠ্য তালিকায় রেখেছে জননী পাবলিকেশন্সের গ্রামার বই। এরকম উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ওই দুটি প্রকাশনার বই পাঠ্য তালিকায় রেখেছেন।

শহরের এনএন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক নজরুল ইসলাম বলেন, সরকার বই দেওয়ার পরও স্কুল থেকে আদিল বাদার্স প্রকাশনার গ্রামার বই কিনতে বুকলিস্ট ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে এনএন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশুতোষ দে বলেন, সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলে পাঠ্য তালিকায় বিভিন্ন প্রকাশনার বই পাঠ্য করায় আমিও আদিল বাদার্সের বই পাঠ্য করতে বাধ্য হয়েছি। আর কে মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম জননী পাবলিকেশন্স প্রকাশনার সঙ্গে চুক্তির কথা স্বীকার করে বলেন, শিক্ষক সমিতির নেতাদের আলোচনার মাধ্যমে পাঠ্য তালিকায় ওই প্রকাশনার গ্রামার বই রাখা হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহাদাৎ হোসেন বলেন, সরকারিভাবে গ্রামার বই বিতরণ করা হয়েছে। এর পর নতুন করে কোনো প্রকাশনার বই পাঠ্য করা বেআইনি। অভিযোগ পেলে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।